তারিখ .. 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

সংবাদ
28 fram/

বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী কমছে বাড়ছে বাণিজ্যে —

সাজেদুর রহমান

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিনকে দিন কমছে। কমছে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। অন্যদিকে বাণিজ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। গত ৫ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে এ তথ্য বেরিয়ে আসে। হঠাৎ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন চিন্তা চেতনার পরিবর্তন কেন হলো তা নিয়ে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে কিছু মৌলিক সমস্যার কথা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কথা বলে জানা বিজ্ঞানে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

বিজ্ঞানে : শিক্ষার্থী কমছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়, মূলত ৪টি কারণে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন বিজ্ঞান বিভাগের লেখাপড়ার তুলনামূলক খরচ বেশি, শিক্ষা উপকরণের অভাব, ভবিষ্যতে চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কঠিন, পরিশ্রম বেশি এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনার খরচ কম এবং চাকরির সুযোগ অনেক বেশ।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার এ অবস্থা ভয়াবহ বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদগণ। তারা বলছেন, কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া না হলে বিজ্ঞান শিক্ষায় যে ধস নেমেছে তা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মাধ্যমিক (এসএসসি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) উভয় পর্যায়েই ২০০৩ সাল থেকে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। ২০০২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের ৭টি বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মোট ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। পরের বছর ২০০৩ সালে এই সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার কমে ১ লাখ ২৬ হাজার ২১ জনে নেমে যায়। ২০০৪ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৭ হাজার ৭৬৬ জন। ২০০৫ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও কমে ১ লাখের নিচে নেমে পড়ে। আগের বছরের তুলনায় এ বছর ২১ হাজার ২৬৬ জন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬ হাজার ৫০০ জনে। গত বছরে কমেছে আরও ১২ হাজার ৩১৪ জন। ২০০৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ৮৭ হাজার ২০৭ জন। চলতি বছরে কমেছে আরও ৩ হাজার ২১ জন। এবার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করেছে ৮৪ হাজার ১৮৬ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ গত ৫ বছরের ব্যবধানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী কমেছে ৫৭ হাজার ৯৩২ জন।

এইচএসসির তুলনায় এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে আরও ব্যাপক হারে। ২০০২ সাল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫৪৪ জন, সেখানে ২০০৬ সালে এই সংখ্যা ১ লাখ ৩০ হাজার ১২৪ জন কমে হয় ২ লাখ ৩ হাজার ৩০ জন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৩ সাল থেকে মূলত বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। অথচ এর আগের বছর পর্যন্ত এই বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে আসছিল। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৬৪ হাজার ১০০ জন। পরের বছর ২০০২ সালে তা ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫৪৪ জনে উন্নীত হয়। একইভাবে এইচএসসিতে ২০০১ সালের তুলনায় ২০০২ সালে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থী বেড়েছিল ১২ হাজার ৭৪২ জন।

অন্যদিকে বাণিজ্য বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এসএসসিতে ২০০১ সালের তুলনায় ২০০৬ সালে বাণিজ্য বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ১ হাজার ৯৫ জন বেড়েছে। এইচএসসিতে অনেকটা একইভাবে শিক্ষার্থী বেড়েছে।

এদিকে পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঢাকা বোর্ডের তুলনায় অন্যান্য বোর্ডের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি কমেছে। ২০০১ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে ১২ হাজার ৫৯ জন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ৫ বছরের ব্যবধানে ২০০৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ১১ হাজার ৮৪৭ জন বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থী কমেছে।

এমনটি ঘটছে কেন তা নিয়ে অনুসন্ধানে বেশকিছু কারণ উঠে আসে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলছেন, এক সময় নিজের সন্তানকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন অভিভাবকরা। শিক্ষার্থীরাও বিজ্ঞানের ছাত্র ভেবে গর্ব করত। কারণ তাদের ধারণা ছিল বিজ্ঞান বিভাগে পড়া ছাত্রছাত্রী মেধাবী। সেজন্য হয়তো কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায়ই 'জীবনের লক্ষ্য' শিরোনামে রচনা বা প্রবন্ধেই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা পাইলট হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেত। এসব নিয়েই মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগে যেত, কিন্তু হঠাৎ করেই কেন সমাজে এই চিন্তা-চেতনা পাল্টে গেল তা নিয়েই শহরে-গ্রাম নির্বিশেষে অনেক বিজ্ঞান শিক্ষক, শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের সঙ্গে কথা হয়। তাদের প্রায় সবাই একবাক্যে জানান, মূলত বিজ্ঞান বিভাগের লেখাপড়ায় তুলনামূলক খরচ বেশি। এমনকি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অপারেটিস (বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ) থাকে না। এই বিভাগেরই শিক্ষার্থীদের প্রচুর খাটতে হয়। ক্লাস ও ল্যাবরেটরির প্রাকটিক্যালে উপস্থিত না হওয়া কিংবা পরীক্ষার খাতায় ন্যূনতম ভুল করার সুযোগও নেই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের। একটা ভুল হলেই গোটা উত্তরটাই যেন শেষ।

ছক-১ এইচএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষার্থীদের তুলনামূলক হিসাব

সাল	বিজ্ঞান	মানবিক	বাণিজ্য
২০০১	১২৬৩১৫	৩০৫১৫৭	৯৪২৮৩
২০০২	১৩৯০৯৭	২৯৩৪৭৮	১০৫৭২১
২০০৩	১২৬০২১	২৫৪৫৫৫	১২০৯৩১
২০০৪	১১৭৭৬৬	২৪০৯৮৭	১২৪৭২৮
২০০৫	৯৬৫০০	২০৪৩১৩	১১৪২৭৫
২০০৬	৮৭২০৭	২১১২৯৮	১১৩৩৩০
২০০৭	৮৪১৮৬	২১০২৬০	১২৪৪২৩

ছক-২ এসএসসিতে পরীক্ষায় বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষার্থীদের তুলনামূলক হিসাব

সাল	বিজ্ঞান	মানবিক	বাণিজ্য
২০০১	২৬৪১০০	৩৯২২৯	১২০৮২১
২০০২	৩৩৩৫৪৪	৪৮২১৪৭	১৯০২৪৬
২০০৩	৩০১৫০৫	৪১৩৪২৪	২০৫০৯৫
২০০৪	২৫৫১৯৭	৩০৬২৮৪	১৯৪৯০৬
২০০৫	২৩১৬১৩	৩০৭৩৩০	২১২৪৭৮
২০০৬	২০৩০৩০	৩৪৬৭২৩	২৩৯৯১৬
২০০৭	১৯৭১৪২	৩১২৬৫৯	২৭১০২৩

বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাবের কারণ বলতে গিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোজাফফর আহমদ বলেন, মফস্বল এলাকায় স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাব আছে। যারা আছেন তারাও মানের শিক্ষক নন। এর ফলে এ বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা যেতে আগ্রহ পায় না। অন্যদিকে বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞানাগারে উপকরণ নেই বললেই চলে। পরীক্ষার আগে দু'একদিন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানাগারে নেয়া হয় নামকাওয়াস্তে, দু'একটা ব্যবহারিক বিষয় দেখানো হয়। এতে শিক্ষার্থীরা কিছুই শেখে না। যার ফলে পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে আর বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে চায় না।

ড. মোজাফফর আহমেদ তার একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিআইবির পক্ষ থেকে একবার গ্রাম, শহর ও রাজধানীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে একই প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছিলাম। এতে দেখা যায়, বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চন্দনপুর নামে একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর একটি ছাত্র ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে ২০ থেকে ৩৫ নম্বর। খুলনা জেলা স্কুলের ছেলেরা একই প্রশ্নে পেয়েছে ৫৫ থেকে ৭৫ নম্বর। আবার ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষার্থীরা পেয়েছে ৮০ থেকে ৯৫ নম্বর। এক দেশে এক সিলেবাসে এক প্রশ্নে অবস্থানগত কারণে পরীক্ষার নম্বরের এই তারতম্য আমাদের বিস্মিত করেছে।

তিনি আরও বলেন, এই গবেষণায় আরও একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে, আর তা হলো গ্রামের বা মফস্বলের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রহ কম। এর চেয়ে তারা বাণিজ্য বিভাগে পড়তে বেশি আগ্রহী। এর কারণ তারা মনে করে এ বিষয়ে পড়লে চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা অনেক বেশি।

একই বিষয়ে কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের শিক্ষক আরআই আমিনুর রশিদের সঙ্গে। তিনি বলেন, মৌলিক বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থীরা আসছে না। এতে আমদের গবেষক, বিজ্ঞানী পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, মফস্বলে অনেক কলেজে বিএসসি পাস কোর্সে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব কম। এতে স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষকের ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক মানবিক বা বাণিজ্যের শিক্ষকের চেয়ে চার গুণ বেশি ক্লাস নেন।

খুলনা হাজী মোহাম্মদ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শহীদুল ইসলাম এই প্রতিবেদককে বলেন, ২০০২ সালে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজ্ঞানের শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা দেয়ার; কিন্তু এত বছর পরও এ বিষয়ে কিছুই করেনি। এর ফলে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকদের সমান বেতন ভাতা নিয়ে কয়েকগুণ বেশি কাজ করে শিক্ষকদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে গেছে।

এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞানে থাকলেও এইচএসসি পর্যায়ে এসে বাণিজ্য বিভাগে চলে যাওয়া এক ছাত্র মো. এহসানুল হক। এহসানুল প্রশ্ন তুলে বলে, চাকরির বিজ্ঞাপন দেখেন, সব জায়গায় বিবিএ আর এমবিএ চায়। চাকরি পেতে হলে তাই ওই লাইনে যাওয়া কি উচিত নয়?